Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.52-55
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পথপ্রদর্শক রূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাসঙ্গিকতা

মামনি মাল
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The whole human culture in the World is available is two Sanskrit epics like Ramayan and Mahabharat.The Bhagavad Gita is a small part of the Mahabharat .Now-a-days this Bhagavad Gita is among the most important religious texts of Hinduism and easily the best known to all. It has been quoted by writer, poets, scientist and philosopher among others for centuries and is often the introductory texts to Hinduism for a western audience. In Indian tradition the Gita is primarily perceived as a spiritual documents but its wide ranging features and its valuable message to humanity can impact people's lives in diverse positive ways. Even being a spiritual scripture it is the perennial philosophy of mankind. This book gives us unique way of life that eases off our tension and we enjoy a happy life.The gita, apart from being a religious scripture, is a scripture of life as well as a way of life based on faith and division.

Keywords: Shrimad Bhagavad Gita, human mind, vedanta, upanishad, faith.

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ, গীতার এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট নয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষ বাস করেন। প্রত্যেক ধর্মেরই পবিত্র গ্রন্থ আছে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সেগুলি মহান্। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা তার অতিরিক্ত আরও কিছু। শ্রুতিতে বলা হয়েছে " একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। অন্যত্র বলা হয়েছে 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"।এক রূপে বহু হয়েছেন,অদ্বিতীয় সেই এক নিজেকে বহুরূপে প্রতিভাত করেছেন। তারই প্রতিফলনে বিশ্বের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে বহু ধর্মমতের প্রকাশ ঘটেছে, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বহুরূপে, বহু নামে পূজিত হয়েছেন। ধর্মের বহিরঙ্গে, আচার অনুষ্ঠান আলোকে গড়ে ওঠা রীতিনীতি তথা সেগুলির বাহ্য আচরণে কিছু কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও সকল ধর্মের লক্ষ্য এক এবং তা হল সত্য স্বরূপকে আপন অন্তরে প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর শরণাপন্ন হওয়া। বস্তুতঃ বহু ধর্মেই দিব্য মানবগণের বাণীকে আশ্রয় করে ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ধর্ম ও সৃষ্টি হয়েছে সেই দৈবী পুরুষকে অবলম্বন করে। হিন্দু ধর্ম সে দিক থেকে ব্যতিক্রম, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এটি অনাদি সনাতন ধর্ম, এ ধর্মগ্রন্থ কোনো ব্যক্তি রচিত নয়। প্রকৃত বাস্তবে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীর সমাহার।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ২৫তম অধ্যায় থেকে ৪২তম অধ্যায়ের অন্তর্গত। কুরুপান্ডব উভয়পক্ষের যুদ্ধের আরম্ভের প্রাক্কালে যুদ্ধে অনিচ্ছুক সেনাপতি অর্জুনকে সারথি কৃষ্ণ সমগ্র মানবজাতির

কল্যানার্থে যুদ্ধের প্রবৃত্ত করার জন্য যে অমূল্য উপদেশ দান করেছেন তা যেমন কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠির একান্ত নয়, তেমনি দেশ ও কালের মধ্যেও তা সীমাবদ্ধ নয়।

তার আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালীন, দেশ কাল বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায় পরিস্থিতি প্রভৃতি সবকিছুকে অতিক্রম করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা চিরভাস্বর হয়ে বিরাজমান।

ভগবান্ অনন্ত, তাঁর সবকিছুই অনন্ত। তাহলে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত গীতার অন্ত কি হতে পারে? বিভিন্ন আচার্য গীতার ভিন্ন ভিন্ন টীকা রচনা করেছেন।তাঁদের টীকাকে অনুসরণ করে জীবনযাপন করলে মানুষের কল্যাণ তো হতেই পারে, কিন্তু মানুষ গীতার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে না।আজ পর্যন্ত গীতার যত টীকা রচিত হয়েছে সেগুলিকে যদি একত্র করা যায় তাহলেও গীতার অর্থ সম্পূর্ণ হয় না।যেমন কোন কূপ থেকে শত শত বছর ধরে অসংখ্য লোক জল পান করতে থাকলেও তার জল যেমনকার তেমনই থাকে, তেমনই অসংখ্য টীকা লিখিত হলেও গীতা যেমনকার তেমনই থেকে যায়, তার ভাবের শেষ হয় না, কূপের জল তো সীমিত, কিন্তু গীতার ভাবের কোন সীমা নেই। তাই গীতার বিষয়ে যদি কেউ কিছু বলেন তাহলে বাস্তবে তিনি তাঁর নিজেরই পরিচয় দেন-

"সব জানত প্রভু প্রভুতা সোই।
তদপি কহেঁ বিনু রহা ন কোঈ।।" (শ্রীরামচরিতমানস, বালকান্ড ১৩/১)

বেদের নির্যাস উপনিষদ আর উপনিষদের সারভূত অংশ গীতা।উপনিষদের সারসিদ্ধান্তগুলি গীতায় সুচারুভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।এগুলির মধ্যে একটি হল সৎকার্যবাদের সিদ্ধান্ত।বস্তুতঃ সৎকার্যবাদীরা ভগবদ্ গীতা থেকে যে বাণীটি নিজের সমর্থনে বহু জায়গায় উদ্ধৃত করেন তা হল-
"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।"

বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে যে সব দার্শনিক ভাবনার বীজ উপ্ত ও পরিবর্ধিত হয়েছে তার ফসলের অধিকাংশই গীতার সুগৃহীত- এমন কি আক্ষরিক ভাবেও গীতার কোন কোন শ্লোকের সঙ্গে উপনিষদের শ্লোকের মিলও আছে। গীতা মাহাত্ম্যও সার্থকভাবে বলা হয়েছে-

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।"

সমস্ত উপনিষদ গোমাতা, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্তা, পার্থ অর্জুন গোবৎস সদৃশ আর জগতের ধীমান্ ব্যক্তিবর্গ সেই গীতারূপ অমৃতের ভোক্তা।

মানুষের চিত্তবৃত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেউ কেউ ধর্মপ্রবণ, কেউ বা জ্ঞান প্রবণ, আবার কারও বা ভক্তির প্রতি প্রবণতা বেশি। গীতায় ভগবান্ ১৮টি অধ্যায়ে ১৮টি যোগের মাধ্যমে মনকে ঈশ্বরে লিপ্ত করার উপদেশ দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান পথ বলে বিবেচনা করা হয়। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পথ- এই তিনের সমন্বয়েই গীতার মূল কথা। সংসার সংরাঙ্গনে অবস্থাবিশেষে মানুষ যখন কিং কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অসহায় বোধ করে তখন গীতা তাকে প্রকৃত পথনির্দেশ দেয়। গীতা তখন হয় প্রকৃত পথপ্রদর্শক। মানুষ শত চেষ্টায় ও অভীষ্ট ফললাভে বিফলকাম হয়। তখন গীতা তাকে এই বলে সান্তনা দেয় যে –

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা ফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোঁহস্তকর্মণি।। " *(২/৪৭)*

কর্মপথ আশ্রয়কারী মানুষকে কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্ম করতে হবে। আবার জ্ঞানের পথ আশ্রয় করে সাধন পথে আগাতে হলে চাই যে কোন কর্মের 'কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ' অর্থাৎ এই ভাব মন থেকে মুছে ফেলা। তাই ভগবান্ উপদেশ দিলেন সহজতম ভক্তির পথই সকলের পক্ষে সহজ গ্রহণযোগ্য, এই পথে 'সব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ' করার সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থাপন করে তাকে সর্বদা স্মরণ মনন চিন্তন করতে করতে সকল কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে, সর্বদা সর্বভূতে,হিতসাধনে,লোকসংগ্রহার্থে, সমাজ কল্যানে আত্মনিয়োগ করে বলি-

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তাহস্মি তথা করোমি"- এই বোধ অভ্যাসের দ্বারা জাগ্রত হলে কর্মফল সাধককে স্পর্শ করতে পারে না। তাই ভগবান্ উপদেশ দিলেন অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে-

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোপি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনম্।। "

অর্থাৎ 'হে কুন্তীনন্দন, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু হোম কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর, তা সবই আমাকে অর্পণ কর '। ভগবান্ সাধককে ভক্তির পথ আশ্রয় করতে উৎসাহিত করতে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে আরও উপদেশ দিলেন-
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।। "*(১৮/৬৫)*

অর্থাৎ তুমি একমাত্র আমাতেই চিরস্থির রাখ, আমার ভক্ত, আমার পুজক হও, আমাকে নমস্কার করো।আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি -তুমি আমাকেই পাবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়' সবশেষে ভগবান্ ভক্তের প্রতি অভয়বাণীরূপ ভক্তিমার্গের সারকথা অর্জনকে উপলক্ষ্য করে শোনালেন-

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। "

অর্থাৎ সব ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমারই শরণ নাও। আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক কোরো না।

এরই নাম ভগবৎ- শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ যোগ। একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই ঈশ্বরলাভের প্রধান উপায়। -এই ছিল ভগবানের উপদেশের মূল কথা। তাঁর এই উপদেশ কেবল সেই কালের জন্য নয়, কেবল অর্জুনের জন্য নয়, তা হলো সর্বকালের সর্বজনের জন্য উপদেশ।

সর্বশাস্ত্রের সারভূতা এই ভগবদ্গীতা যুগ যুগ ধরে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করছে, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে, বিপদে অভয়ের বাণী শুনিয়েছে, এমন কি মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে শিক্ষা দিয়েছে। নানা বিরুদ্ধ আদর্শের মধ্যে গীতা সামঞ্জস্য বিধান করেছে।যাঁরা গীতার মর্মে প্রবেশ করেছেন, তারা দিব্য জীবন লাভ করেছেন।

ভগবান পার্থসারথি আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন আজকের সর্বব্যাপী বিপর্যয়, প্রমত্ততা ও স্বার্থান্ধতার দিনে তার কল্যাণী বানীর অনুসরণ করে যুগ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। আমরা যেন ঈশ্বর জ্ঞানে সকল জীবকে আপন করে নিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ মানব সমাজের উদ্দেশ্যে সাম্য ও মৈত্রীর কল্যাণবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন-

"সর্বভূতস্থামাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মানি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।।"

তাঁরই অনুরূপ প্রতিধ্বনি আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পাই-

"বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় সে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।"

সহায়ক গ্রন্থ:

1. সেন, অতুলচন্দ্র। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা (অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি, ১৯৩৬)।
2. ঘোষ জগদীশ চন্দ্র, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, কলিকাতা- ৭৩, ফেব্রুয়ারী- ২০০৩।
3. উপনিষদ, গীতা প্রেস গোরক্ষপুর, ১৪১২।
4. শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ; যোগাচার্য শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য।
5. শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা মহাপুরাণ, গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর।